দৈনিক খবর

তারিখ 18 JUN 1993
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে-১

ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি ও বিভিন্ন পদে নিয়োগে নজিরবিহীন অনিয়ম

✣ শাহজাহান আলম সাজু/
মতিউর রহমান লাল্টু ✣

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে গত শিক্ষাবর্ষে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে নজিরবিহীন দুর্নীতির আশ্রয় নেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযোগে জানা গেছে, গত ৯২-৯৩ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষ সম্মান শ্রেণীতে ভর্তির কার্যক্রম শেষ হবার প্রায় এক বছর পর সম্প্রতি সম্পূর্ণ অবৈধভাবে ৪৯ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ভর্তি করা হয়েছে। এরা ভর্তি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছিল। উক্ত ভর্তিকে কেন্দ্র করেও গত প্রায় ৬ মাস ধরে কানামাছি খেলা চলছে। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, গত শিক্ষাবর্ষে একটি সংগঠনের কতিপয় ছাত্র-ছাত্রীকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা হবে বলে উপাচার্য নিজেই আশ্বাস দিয়েছিলেন। ভর্তি পরীক্ষার খাতা দেখার সময় উপাচার্য তার কতিপয় শিক্ষককে বিশেষ কিছু ছাত্র-ছাত্রীকে বিশেষ বিবেচনায় পাস করানোর জন্যে দায়িত্ব প্রদান করেন। উক্ত ব্যাপারটি অন্য শিক্ষকরা জেনে গেলে তারা ভর্তি ক্ষেত্রে নিজেদের নিরপেক্ষ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। জানা গেছে, ভর্তি পরীক্ষার খাতা দেখায় উপাচার্য হস্তক্ষেপ করার ফলে অনেক বিলম্বে ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়। শিক্ষকদের দৃঢ়তার ফলে উপাচার্য তার মনোবাসনা পূরণে ব্যর্থ হন। ফলাফল ঘোষিত হবার পর উপাচার্যের আশীর্বাদপুষ্ট সংগঠনের কর্মীরা ভর্তির সুযোগ না পেয়ে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে এবং এক পর্যায়ে যে কোন মূল্যে উক্ত সংগঠনের অন্ততঃ ২৫ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা হবে বলে আশ্বাস দেন। পরবর্তীতে উপাচার্য ভর্তি কমিটির সভা ডেকে ২৫ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বিশেষ বিবেচনায় ভর্তি করানোর জন্য সকল সদস্যকে অনুরোধ জানান। সভায় কয়েকজন শিক্ষক উক্ত ভর্তির বিরোধিতা করলে এ ব্যাপারে উপরের চাপ আছে বলে সদস্যদের জানান। অনেক বাকবিতন্ডার পর সভায় ঐক্যমত না হলে সকল সদস্য এ ব্যাপারে উপাচার্যকে এ সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা প্রদান করেন বলে জানা গেছে। শেষ পর্যন্ত উপাচার্য তার নিজস্ব বিশেষ ক্ষমতা বলে ২৫ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ভর্তি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

উপাচার্য কর্তৃক বিশেষ বিবেচনায় ২৫ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ভর্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পর বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে উপাচার্য ছাত্র নেতৃবৃন্দকে ডেকে সকল সংগঠনকে ভর্তির সুযোগ দেয়া হবে বলে অবহিত করলেও কতিপয় সংগঠন উক্ত ভর্তির তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ফলে ক্যাম্পাসে অচলাবস্থা দেখা দিলে সাময়িকভাবে বিশেষ বিবেচনায় ভর্তির সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়। কিন্তু গত রমজানে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হবার আগের দিন আকস্মিকভাবে ৪৩ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ভর্তির ফরম দেয়া হয়। জানা গেছে, রাত ১১টায় ভর্তি ফরম দিয়ে পরদিন সকাল ১১টার মধ্যে ১১টার মধ্যে ব্যাংকে টাকা জমা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। ভর্তির ক্ষেত্রে কোনরকম নিয়ম-কানুন অনুসরণ করা হয়নি। নিয়ম অনুযায়ী বিভাগীয় চেয়ারম্যান, ডীন, প্রভোস্ট, রেজিস্ট্রারের স্বাক্ষর গ্রহণের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ব্যাংকে টাকা জমা দিতে হয়। কিন্তু উপাচার্যের বিশেষ নির্দেশে ভর্তিকৃত উক্ত ৪৩ জন ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তির ক্ষেত্রে কোনরকম নিয়ম-কানুন অনুসরণ করা হয়নি রমজানের ছুটিতে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাবার আগের দিন আকস্মিকভাবেই ভর্তি ফরম দেয়া হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাসে ভর্তির টাকা জমা না নিয়ে কুষ্টিয়া শহরে অগ্রণী ব্যাংকে বিশেষ নির্দেশে টাকা জমা নেয়া হয় এবং টাকা জমা নেয়ার লেড মাস পর রেজিস্ট্রার 'ব্যাক ডেইটে' ভর্তি ফরমে স্বাক্ষর করেন বলে জানা গেছে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রেও ব্যাপক অনিয়মের আশ্রয় নেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযোগে জানা গেছে, উপাচার্য অধ্যাপক আঃ হামিদ তার নিজস্ব আত্মীয়-স্বজন এবং একটি বিশেষ দলের সমর্থকদের অবৈধভাবে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দিয়েছেন। বিশেষ করে ট্রেজারার, রেজিস্ট্রার, পরিকল্পনা পরিচালক প্রভৃতি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি না দিয়েই এডহক ভিত্তিতে নিয়োগ দিয়ে পরবর্তীতে স্থায়ী নিয়োগ দিচ্ছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ট্রেজারার এবং রেজিস্ট্রারের মত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে অবসরপ্রাপ্ত দু'জন সরকারী কর্মকর্তাকে তিনি নিয়োগ করেছেন।

ট্রেজারার এবং রেজিস্ট্রার পদে যথাক্রমে প্রফেসর লুৎফর রহমান এবং মীর মুনিরুজ্জামানকে নিয়োগ দিয়েছেন। তারা দু'জনই অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা এবং বয়স ষাটেরও উর্ধ্বে। তাদের নিরপেক্ষতা নিয়েও ইতিমধ্যেই বিভিন্ন প্রশ্নের উদ্রেক হয়েছে। উক্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ দু'টিতে উপাচার্য ইচ্ছা করেই অস্থায়ী নিয়োগ দিয়েছেন। কারণ হিসেবে জানা গেছে, উক্ত দু'টি পদে আসীন ব্যক্তিদের সাথে উপাচার্যের মতবিরোধ হলেই তাদের চাকরিচ্যুত করা হয়। ফলে অস্থায়ী নিয়োগকে উপাচার্য ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেন ইতিমধ্যেই অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগকৃত দু'জন রেজিস্ট্রারই উপাচার্যের সাথে মতবিরোধের কারণে পদত্যাগ করে চাকরি ছেড়ে চলে গেছেন। হিসাব পরিচালক পদে উপাচার্যের একসময়কার ছাত্র এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয় নজরুল ইসলামকে তিনি নিয়োগ দিয়েছেন। ইতিপূর্বে তিনি রাজশাহী সেরিকালচার বোর্ডের একজন ডেপুটি ডাইরেক্টর ছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়াও মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে একটি সংগঠনের জনৈক নেতা কয়েকজন শিক্ষক নিয়োগ করেছেন বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতার বিচার না করে উপাচার্য একটি দলের সমর্থকদের প্রথমে অস্থায়ী ও পরে স্থায়ী নিয়োগ দিয়েছেন বলে জানা গেছে। অথচ প্রগতিশীল সংগঠনের কয়েকজন সমর্থক চ্যান্সেলরের পদকপ্রাপ্ত মেধাবী ছাত্রদেরকে নিয়োগ দেয়া হয়নি বলে জানা গেছে।